ইউনিট

২

উপমহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগ

ভূমিকা

মানুষের ক্রমবিকাশের প্রাথমিক ধারায় ভারতবর্ষেও আদি মানবের অস্তিত্ব ছিল বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ সম্পর্কে খুব বেশি জানার সুযোগ নেই। কারণ, আদি মানবের দেহাবশেষের নমুনা খুব একটা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছে আদি মানবের ব্যবহার করা পাথরের অস্ত্র আর যন্ত্র। সেগুলোর উপর ভরসা করে তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ধারণা নেয়া সম্ভব হয়েছে। এভাবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইউরোপের মত ভারতেও পাথর যুগ ও ধাতুর যুগ অতিক্রম করেছে মানুষ। ভূ-তত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ বসবাসের মত পরিবেশ ছিল ভারতে। উত্তর ভারতে মানব বসতি গড়ে উঠার পর থেকে এখানে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতির আবির্ভাব ঘটে। একে একে দ্রাবিড়, আর্য, পার্সীয়, গ্রিক, শক, হুণ, মুসলিম ও ইউরোপীয়দের প্রবেশ ঘটে এই উপমহাদেশে।

প্রাচীন প্রস্তরও যুগের অস্ত্র

নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

পাঠ ১

প্রস্তর যুগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- পুরনো পাথর-যুগের মানুষের ব্যবহার করা অস্ত্র ও তাদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পুরনো পাথর ও নতুন পাথর যুগের মধ্যবর্তী সময়ের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির কথা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভারতে প্রাচীন প্রস্তর যুগের বেশ কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এসকল হাতিয়ারের মধ্যে কিছু ছিল শিকারের উপযোগী অস্ত্র, হানিতুড়ি, কাটা-ছিলার উপযোগী ধারালো অস্ত্র ইত্যাদি। এর অধিকাংশ অস্ত্র তৈরি হয়েছে এক ধরণের শক্ত পাথর দিয়ে। এই পাথরের নাম কোয়ার্টজাইট। বেশিরভাগ হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতেও প্রত্নপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার সমষ্টি আবিষ্কৃত হয়েছে।

সোয়ান সংস্কৃতি ও মাদ্রাজ সংস্কৃতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে রেললাইন স্থাপনের কাজ চলছিল। মাটি খোঁড়াখুড়ির সময় দু'জন ইংরেজ কর্মচারীর দৃষ্টি পড়ে হরপ্পা অঞ্চলের দিকে। এই সূত্র ধরে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনারেল কানিংহাম হরপ্পা পরিদর্শন করেন। তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রাচীন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সন্ধান পান। পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায় প্রচুর পাথুরে অস্ত্র পাওয়া যায়। তাই, এ অঞ্চলের সংস্কৃতি সোয়ান সংস্কৃতি নামে পরিচিত হয়। এরকম আরেকটি আবিষ্কার হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। ভূ-তত্ত্ববিদ ব্রুস ফুট মাদ্রাজের নিকটে ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সন্ধান পান। এই সংস্কৃতির নাম মাদ্রাজ সংস্কৃতি। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, মাদ্রাজ অঞ্চলের হাতিয়ার আফ্রিকা, পশ্চিম ইউরোপ এবং দক্ষিণ ইংল্যান্ডের মতোই ছিল। সোয়ান অঞ্চলে কুঠার, পাথর ছিদ্র করার যন্ত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও পাওয়া গেছে প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার।

ভারতের প্রাচীন প্রস্তর যুগ আজ থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতের প্রাচীন প্রস্তর যুগ আজ থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময়ে কাটারি ও হাত কুঠার ছাড়াও তৈরি হয়েছে চওড়া ফলাযুক্ত ছেদনযন্ত্র এবং বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার হাতিয়ার। প্রাচীন প্রস্তর যুগে পাথর ছাড়াও কাঠ এবং ফলের বীচিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এ সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করা হতো বিভিন্ন কাজে। যেমন- শিকারে নিহত জন্তুর ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটা, হাঁড় ফাটিয়ে মজ্জা বের করা, মাটি খুঁড়ে আহারযোগ্য শিকড় বের করা, গাছ কাটা এবং সেই কাঠ থেকে বর্শার দন্ড, লাঠি, মাটি খুঁড়বার খুন্তি, ছড়ি এবং শেষদিকে সম্ভবত অমসৃণ পাত্রও বানানো হতো।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষদের নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল না। যেখানে খাদ্য পাওয়া যেতো সেখানেই তারা বাস করতো। আবার খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতো। সাময়িকভাবে কখনও কখনও পাহাড়ের গুহায় বা গাছের ডালপালায় ঘর বানাতো। এ যুগের মানুষকে বসবাস করতে হতো বাঘ, সিংহ, হাতি ও গন্ডারের পাশাপাশি। কৃষি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল বন্য পশুর মাংস এবং বুনো ফলমূল।

মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার

আজ থেকে ১০,০০০ বছর পূর্বে মধ্যপ্রস্তর যুগের শুরু হয়েছিল

প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগে প্রবেশের মাঝখানে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের হাতিয়ার একটু অন্যরকম। হাতিয়ারের বিচারে এই যুগটিকে পুরনো পাথরের যুগও বলা যায় না - আবার নতুন পাথরের যুগও বলার উপায় নেই। ইতিহাসে এই সময়টি মধ্য প্রস্তর যুগ নামে পরিচিত। আজ থেকে ১০,০০০ বছর পূর্বে এ যুগের শুরু হয়েছিল। এ যুগে শিকার করা, মাছ ধরা, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতিতে একটি বিশেষ ধারা ছিল। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ এ সময় বসতি গড়ে তুলেছিল নদী ও হ্রদের তীরে। কারণ, শিকার ও মাছ ধরা ছিল এ সময়ের প্রধান পেশা। মধ্য প্রস্তর

যুগের হাতিয়ারগুলো ছিল আকারে ছোট ও সূক্ষ্ম। এ যুগের বেশ কিছু হাতিয়ার ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়েছে। পাওয়া গিয়েছে নুড়ি পাথরের তীরের ফলা। মধ্য প্রস্তর যুগে হাতে বানানো মৃৎপাত্র ব্যবহার করা হতো। এ যুগের মানুষ প্রথম দিকে পশু ও মৎস শিকার করলেও শেষ দিকে তারা কৃষিকাজ শুরু করে। মধ্য প্রস্তর যুগে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চাঁছা-ছিলার অস্ত্র। অস্ত্রগুলো গোল, চতুষ্কোণ অথবা ছুঁচালো হত। এ যুগে পাওয়া হাতকুঠারগুলো ছিল আকারে ছোট। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ তীরের ফলা পাওয়া গেছে। ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ারগুলোর সাথে কাঠের বাট লাগিয়ে তাকে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করেছে এযুগের মানুষ।

নতুন পাথর যুগের সংস্কৃতি

মানুষ থেমে থাকে না, এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলার ধারায় ভারতের আদি মানবও এক সময় নতুন পাথরের যুগে প্রবেশ করে। এ সময় তৈরি পাথরের অস্ত্র অনেক বেশি উন্নত ছিল। এ যুগে মানুষ কৃষিকাজ শিখেছিল। কৃষি আর পশু পালন ছিল মানুষের প্রধান পেশা। এরই পাশাপাশি মাটির রকমারি বাসন-কোসন তৈরি করতে শিখল। তারা আবিষ্কার করলো কুমারের চাকা। নতুন পাথরের যুগের মানুষ কাপড় বুনতে পারতো। শিকারি জীবনের অবসান হওয়ায় এ যুগের মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। মানুষ স্থায়ী বসবাস গড়ার কারণেই ধীরে ধীরে গ্রামের বিকাশ ঘটলো।

নতুন পাথরের যুগের মানুষ কাপড় বুনতে পারতো।

নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির চিহ্ন ভারতের সর্বত্রই কমবেশি দেখা যায়। সিন্ধু নদীর উপত্যকা এবং বেলুচিস্তানে এই সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায় উন্নত ধরনের পাথরের কুঠার। এ যুগে মৃতদেহকে কবর দেয়া হতো। কবরের উপরে তৈরি করা হতো সমাধি।

সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ যেভাবে শুরু হয়েছিল ভারতেও সেভাবে শুরু হয়। পাথর যুগের তিনটি পর্বের অস্ত্রই ভারতে পাওয়া গেছে । পুরনো পাথরের যুগে, মধ্য পাথরের যুগে এবং নতুন পাথরের যুগে ভারতে যে মানুষের বিচরণ ছিল তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। মানুষ শিকারী জীবন থেকে শুরু করে কৃষি জীবনে প্রবেশ করে। সাথে সাথে নতুন নতুন জিনিসপত্র উদ্ভাবন করে জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। প্রথমে হরপ্পা সংস্কৃতির সন্ধান পান–
   ক. ব্রুস ফুট।
   খ. জেনারেল কানিংহাম।
   গ. জন মার্শাল।

২। মাদ্রাজ সংস্কৃতি হচ্ছে–
   ক. প্রাচীন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি।
   খ. মধ্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি।
   গ. নতুন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি।

৩। মধ্য প্রস্তর যুগের মানুষ ঘর বানাতো–
   ক. গাছের ডালে।
   খ. নদী ও হ্রদের তীরে।
   গ. কৃষি জমির পাশে।

৪। মানুষ কৃষিকাজ শিখেছিল–

ক. নতুন প্রস্তর যুগে।
খ. মধ্য প্রস্তর যুগে।
গ. প্রাচীন প্রস্তর যুগে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
২. মধ্য প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩. নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২

ধাতু যুগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ধাতু যুগ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ধাতু যুগের সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ধাতু যুগের পরিচয়

নতুন প্রস্তর যুগের শেষদিকে ভারতের আদি মানবেরা ধাতুর ব্যবহার শিখে। পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা জেনেছেন, নতুন পাথরের যুগে উন্নত ধরনের হাতিয়ার তৈরি হত। এইজন্য প্রয়োজন ছিল শক্ত পাথরের। এই পাথর খুঁজতে গিয়েই এক সময় মানুষ তামার সন্ধান পায়। স্বর্ণের সন্ধান পেয়েছিল মানুষ প্রথমেই। এর উজ্জ্বলতা তাদের আকৃষ্টও করেছিল। কিন্তু, অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা দেখেছে অস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরিতে স্বর্ণের চেয়ে তামা বেশি কার্যকর। এভাবেই, প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষদিকে ভারতে ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহার শুরু হয়। তবে, অঞ্চলভেদে তামার ব্যবহারের তারতম্য ছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, উত্তর ভারতে প্রথম পাথরের বদলে তামার ব্যবহার শুরু হয়। এ সময় তামা দিয়ে মূলত: অস্ত্র এবং সাধারণ পাত্র তৈরি করা হতো। উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই তামার তৈরি দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। তবে, সবচেয়ে বেশি এ অঞ্চলে পাওয়া দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কুঠার, তলোয়ার, হারপূণ, তীরের ফলা, বাটালি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। তামা আবিষ্কারের বহুকাল পর মানুষ লোহার সন্ধান পায়। তামা ব্যবহারের যুগটিকে ইতিহাসে তাম্রযুগ বলা হয়। আর, লোহা ব্যবহারের যুগটি পরিচিত ছিল লৌহ যুগ নামে। এই দুই যুগের মাঝ পর্বে আরেক ধরনের ধাতু ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ধাতুটি হচ্ছে ব্রোঞ্জ। তামা এবং টিন মিশিয়ে এই ব্রোঞ্জ তৈরি করা হতো। এ যুগে মানুষ ব্রোঞ্জ তৈরির কায়দা উদ্ভাবন করতে পেরেছিল। লোহা আবিষ্কারের পর তামার ব্যবহার কমে যায়। তামার বদলে ব্যবহৃত হতে থাকে লোহা। পণ্ডিতগণ মনে করেন, আর্যরা ভারতে প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু করেছিল।

তামা ব্যবহারের যুগটিকে ইতিহাসে তাম্রযুগ বলা হয়।

কৃষি উপকরণ তৈরিতে ধাতুর ব্যবহার

ধাতুর যুগে প্রাচীন ভারতের মানুষের সংস্কৃতিতে অনেক পরিবর্তন আসে। আপনারা দেখেছেন, নতুন পাথরের যুগে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করেছিল। গড়ে উঠেছিল গ্রাম। ধাতু যুগে এই গ্রামীণ সংস্কৃতি আরও উন্নত হয়। কৃষি উপকরণ তৈরিতে পাথরের বদলে তামার লাঙ্গলের ফলা কৃষিকাজে অনেক বেশি কার্যকর হয়। তামার তৈরি কাস্তে, নিড়ানি প্রভৃতি কৃষিকাজকে অনেক সহজ করে দেয়। এই অবস্থা মানুষকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়।

ধাতুর যুগে প্রাচীন ভারতের মানুষের সংস্কৃতিতে অনেক পরিবর্তন আসে।

উত্তর ভারতে পাথর যুগের অবসান হয় তামার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে–এ ধারণা আপনারা আগেই পেয়েছেন। কিন্তু, দক্ষিণ ভারতের অবস্থা একই রকম ছিল না। এখানে তামা পাওয়া যায়নি। ফলে, উত্তর ভারতে যখন তাম্রযুগ তখনও নতুন পাথরের যুগ চলছিল দক্ষিণ ভারতে। দক্ষিণ ভারতে পাথর যুগের অবসান ঘটে লোহার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তবে, ধাতু যুগে ভারতে ব্রোঞ্জের খুব বেশি ব্যবহার লক্ষ করা যায় না।

তাম্র ও লৌহ যুগ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। ধাতু যুগের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান ঘটে। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলের মতো ভারতের প্রাচীন সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল নদীকে কেন্দ্র করে। ধীরে ধীরে নদীর তীরে মানব বসতি বাড়তে থাকে। মিশর ও মেসোপটেমিয়া ছিল কিছুটা মরুময়। তার চেয়ে ভারতের মাটি অনেক বেশি উর্বর। নদীর কারণে ভারতে মানুষজন ও দ্রব্যসামগ্রি পরিবহন অনেক বেশি সহজ ছিল। ইউনিট- ৩ এ, আপনারা সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে পারবেন। এই সিন্ধু সভ্যতার মধ্য দিয়ে ভারত সভ্যতার যুগে প্রবেশ

তাম্র ও লৌহ যুগ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। ধাতু যুগের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান ঘটে।

করে। সিন্ধু নদের উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে। এভাবে ধাতুযুগ ভারতকে সভ্যতার যুগের দ্বার প্রান্তে এনে পৌঁছে দেয়।

সার-সংক্ষেপ

পাথর যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে ভারতে ধাতু যুগের যাত্রা শুরু হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্রই ধাতু যুগের প্রধান তিনটি ধাপ ছিল। তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ। ভারতে তাম্র যুগ এবং লৌহ যুগের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। উত্তর ভারতে পাথর যুগের অবসান ঘটে তামার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। আর তামার অভাবে দক্ষিণ ভারতে পাথর যুগের অবসান ঘটে কিছুটা পরে লোহার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ধাতু যুগ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান ঘটিয়ে সূচনা করেছে ঐতিহাসিক যুগের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়–
ক. পুরনো প্রস্তর যুগের শেষ দিকে।
খ. মধ্য প্রস্তর যুগের শুরুতে।
গ. নতুন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে।

২। পাথরের বদলে তামার ব্যবহার প্রথম শুরু হয়–
ক. মাদ্রাজ সংস্কৃতিতে।
খ. দক্ষিণ ভারতে।
গ. উত্তর ভারতে।

৩। দক্ষিণ ভারতে ধাতু যুগ শুরু হয়–
ক. লোহা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।
খ. তামা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।
গ. ব্রোঞ্জ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

৪। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল–
ক. কৃষি জমিকে কেন্দ্র করে।
খ. নদীকে কেন্দ্র করে।
গ. বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতের ধাতু যুগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ধাতু যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ৩

প্রাচীন জনগোষ্ঠীসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভারতের আদিম উপজাতিদের কথা বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মঙ্গোলীয় জাতির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্রাবিড় বিবরন দিতে পারবেন।
- আর্য জাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

প্রাচীন জাতিসমূহের পরিচয়

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ ঘটেছে ভারতে। তাই বৈশিষ্ট্যগত দিক বিবেচনায় পন্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন জাতিসমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিভিন্ন দিক বিচারে আধুনিক গবেষকগণ প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেন। এই চার জাতি হচ্ছে আদিম উপজাতিসমূহ, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও আর্য।

বিভিন্ন দিক বিচারে আধুনিক গবেষকগণ প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেন। এই চার জাতি হচ্ছে আদিম উপজাতিসমূহ, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও আর্য।

ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চলে আদিকাল থেকে এক শ্রেণীর লোক বসবাস করতো। এই উপজাতিগোষ্ঠী কোল, ভীল, গন্ড ও সাঁওতাল নামে পরিচিত। আকৃতিতে এরা বেঁটে-খাটো, নাক থ্যাবড়া, ঘন চুল ও গায়ের রং কালো। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাতে এখনও কোল ও সাঁওতালদের দেখা যায়। ভীলদের দেখা যায় রাজস্থান, বিন্ধ্যপর্বত ও মধ্য প্রদেশের উত্তরাংশে। মধ্য প্রদেশের দক্ষিণাংশে রয়েছে গন্ডদের অবস্থান। প্রাচীন ভারতে পাঞ্জাব থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই জাতিসমূহ বিচরণ করতো। এরা কখনও সভ্য জাতির মর্যাদা পায়নি। কোন কোন পন্ডিতের মতে, এই উপজাতি সমূহই ভারতের আদিমতম মানবগোষ্ঠী।

মঙ্গোলীয়

মঙ্গোলীয় গোত্রের মানুষ আকারে বেঁটে, দেহ সুগঠিত, শক্ত চিবুক, দাঁড়ি-গোঁফ নেই বললেই চলে, মুখাকৃতি গোলাকার এবং গায়ের বর্ণ হলদেটে। তিব্বতীয়, চিনা, জাপানি এবং বর্মিদের সমগোত্রীয় এরা। তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়া হচ্ছে- মেঙ্গালীয়দের আদি ভূমি। এরা উত্তর পূর্বের পাহাড়ি পথ ধরে ভারতে প্রবেশ করে। এক সময় এরা আর্যদের সাথে মিশে যায়। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর লোকেরা হিমালয়ের পাদদেশে সিকিম, আলমোরা, গারহ্ওয়াল, ভুটান এবং আসামের পাহাড়ে বসবাস করছে। ভারতে মঙ্গোলীয় জাতির লোক হিসাবে গুর্খা, ভুটিয়া এবং খাসিয়াদের নির্দেশ করা হয়।

তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়া হচ্ছে- মেঙ্গালীয়দের আদি ভূমি।

দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় সংস্কৃতি

ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় জাতির বসবাস ছিল। এদের আদি ভূমি কোথায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কারও কারও মতে, দ্রাবিড়রা কোল ও ভীলদের মতো পুরনো পাথরের যুগে ভারতীয় আদিবাসীদের গোত্রভুক্ত ছিল। তবে, কোল ও ভীলদের চেয়ে দ্রাবিড়রা ছিল অনেক বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন ও অগ্রসর জাতি। দ্রাবিড়দের নিয়ে সর্বশেষ যে গবেষণা করা হয়েছে তাতে মনে করা হয় এই জাতিগোষ্ঠী দক্ষিণে ইন্দো-আফ্রিকার নিগ্রোদের গোত্রভুক্ত। তবে, অন্য এক শ্রেণীর গবেষক এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে, হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে যে আদিবাসীদের অস্তিত্বের কথা সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে জানা যায় - এরাই দ্রাবিড় জাতি।

হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে যে আদিবাসীদের অস্তিত্বের কথা সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে জানা যায় - এরাই দ্রাবিড় জাতি।

তবে দ্রাবিড়দের উৎস সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে এরা মাকরান সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল থেকে নয়তো উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ি পথ ধরে ভারত ভূমিতে এসেছিল। এই ধারণার সমর্থনে বলা চলে যে, দক্ষিণ বেলুচিস্তানের খিরথার পর্বতমালার আদিবাসী ব্রাহুইদের ভাষার সাথে দ্রাবিড় ভাষার অনেক মিল আছে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই ভারতে দ্রাবিড়দের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়। এক সময় দ্রাবিড় জাতি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই ভারতে দ্রাবিড়দের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়।

প্রদেশ ও বাংলাদেশের কোন কোন উপজাতীয় গোষ্ঠীর দেহবিন্যাসে দ্রাবিড় রক্তের চিহ্ন রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। দ্রাবিড়রা ছিল শান্তিপ্রিয় জাতি। তাদের মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ। সেচের প্রয়োজনে বাঁধ দেয়ার পদ্ধতি তারা জানতো। দ্রাবিড়রা অস্ত্র, মৃৎপাত্র এবং অলঙ্কার তৈরিতে পারদর্শী ছিল। এরা আদিম অবস্থা অতিক্রম করে ভারতে নগর গড়ে তোলে এবং প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র। তারা বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য করত। দেশগুলো হচ্ছে - মিশর, প্যালেস্টাইন, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, ব্যবিলনিয়া ও এশিয়া মাইনর। তাদের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল হাতির দাঁত, স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর, ধান, কাঠ, বানর ও ময়ূর। দ্রাবিড়দের ভাষা ছিল বেশ উন্নত। দ্রাবিড় ভাষার সাথে এখনও তামিল, তেলেগু, কানাড়ীয়, মালিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষার মিল রয়েছে।

দ্রাবিড়দের সমাজ কাঠামো ছিল মাতৃতান্ত্রিক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে দ্রাবিড়রা গ্রামে বাস করতো। তারা প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় করত। এভাবে, প্রাকৃতিক শক্তিকে তারা পূজা করতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা বিভিন্ন দেবী, বৃক্ষ ও পশুর পূজার প্রচলন করে।

দ্রাবিড়রা ছিল শান্তিপ্রিয় জাতি। যুদ্ধবিদ্যায় পটু আর্যদের আগমনকে তাই তারা রুখতে পারেনি। এভাবে, পিছু হটতে থাকে দ্রাবিড়রা। তারা চলে আসে দাক্ষিণাত্য ও ভারতের সর্ব দক্ষিণে। এই দ্রাবিড় সংস্কৃতি অনেককাল পর্যন্ত টিকে থাকে। পরে এক সময় আর্য সংস্কৃতির সাথে মিশে যায় দ্রাবিড় সংস্কৃতি। তবে এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে কিছু পার্থক্যও ছিল। যেমন- আর্য সমাজ বহু বর্ণে বিভক্ত ছিল কিন্তু দ্রাবিড় সমাজে কোন বর্ণভেদ ছিল না। আর্যদের চেয়ে আলাদা আইন ছিল দ্রাবিড় সমাজে। দ্রাবিড় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, অন্যদিকে আর্য সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক।

আর্য জাতি

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, আর্যরা পোল্যান্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত তৃণ অঞ্চলে বসবাস করতো।

আর্যদের আদি উৎস সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। তবে, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, আর্যরা পোল্যান্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত তৃণ অঞ্চলে বসবাস করতো। তাদের গড়ন ছিল লম্বা, গায়ের রং বেশ ফর্সা, মাথা লম্বাটে। এরা ছিল মেষপালক। অল্প বিস্তর কৃষিকাজ জানতো। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে এরা নতুন ভূমির খোঁজে আদিবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এদেরই একটি শাখা আসে ভারতে। আর্যরা প্রধানত পূর্ব পাঞ্জাবে এবং শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আর্যদের সাথে অনেক বিখ্যাত কবি এসেছিলেন। তারা অনেক শ্লোক রচনা করেন। এই শ্লোকগুলো মানুষের মুখে মুখে অনেককাল পর্যন্ত প্রচারিত ছিল। পরে এগুলোর লিখিত রূপ দেয়া হয়। এভাবেই তৈরি হয় বিখ্যাত গ্রন্থ বেদ। বেদ লিখিত হয় সংস্কৃত ভাষায়। বেদ ছাড়াও আর্যরা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে। এই গ্রন্থসমূহ বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। আর্যরা গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তাদের আয়ের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি ও পশুপালন। গরু ছিল তাদের প্রধান সম্পদ। যুদ্ধের প্রয়োজনে তারা ঘোড়া ব্যবহার করতো। আর্যরা বহু দেবতায় বিশ্বস্ত ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্যরা বলিদান করত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুধ, শস্য, ঘি ইত্যাদি উৎসর্গ করতো। প্রথমদিকে মৃতদেহ কবর দেয়ার প্রথা ছিল। পরে, কবর দেয়ার পাশাপাশি মৃতদেহ আগুনে পোড়ানো হতো। এক সময় কবর দেয়ার প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে এরা নতুন ভূমির খোঁজে আদিবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এদেরই একটি শাখা আসে ভারতে।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীনকালে বিভিন্ন জাতির বাস ছিল ভারতে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চার জাতি হচ্ছে প্রাচীন জঙ্গলবাসী উপজাতি, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও আর্য। এই জাতিগোষ্ঠী সমূহের কর্মকান্ড নিয়েই ভারতের ইতিহাস গড়ে উঠে। জঙ্গলবাসী উপজাতিরা ভারতের সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি তৈরি করে। পরে তা এগিয়ে নিয়ে যায় অন্যান্য জাতি। সবশেষে আর্য জাতির অবস্থান লক্ষ করা যায়। আর্যরা ভারতে উন্নত সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে সাঁওতালদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে–
ক. মঙ্গোলীয় গোত্রে।
খ. দ্রাবিড় গোত্রে।
গ. আদিম উপজাতি গোত্রে।

২। মঙ্গোলীয় গোত্রের মানুষের গায়ের রং–
ক. হল্‌দেটে।
খ. কালো।
গ. তামাটে।

৩। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারের প্রাচীন অধিবাসীরা–
ক. দ্রাবিড় গোত্রের।
খ. মঙ্গোলীয় গোত্রের।
গ. আর্য গোত্রের।

৪। আর্যরা ভারতে আগমন করে–
ক. ২০০০ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
গ. ১০০০ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতের প্রাচীন জাতিসমূহের পরিচয় দিন।
২. মঙ্গোলীয় জাতির পরিচয় তুলে ধরুন।
৩. আর্য জাতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ২ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের প্রস্তর যুগের উপর প্রবন্ধ রচনা করুন।
২. ভারতের প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর বিস্তারিত বিবরণ দিন।
৩. ধাতু যুগের বিস্তারিত বিবরন দিন।

উত্তরমালা

পাঠ ২.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক
পাঠ ২.২ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। খ
পাঠ ২.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ক ৪। খ